গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জানুয়ারি ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সময় : বেলা ২.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৫ জানুয়ারি'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **জানুয়ারি'২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	ডিসেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জানুয়ারি'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৯	১	১০	-	১	১	২	০৮
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০
বিআরটিএ	১৫	০৯	২৪	-	০	০	০	২৪
বিআরটিসি	৩৬	০৬	৪২	-	০৩	-	০৫	৩৭
ডিটিসিএ	-	-		-	-	২	-	-
মোট	৬০	১৬	৭৬	-	০৪	০৩	০৭	৬৯

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: উপসচিব (প্রশাসন) জানান, জানুয়ারি'২৩ পর্যন্ত এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ০৮টি। তন্মধ্যে ০১টি মামলার শুনানি হয়েছে। ০৩টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ০১টির দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ, ০১টি নথিতে উপস্থাপন ও ০১টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২টি মামলা ব্যক্তিগত শুনানীর পর তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ০১টি মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০১টি মামলার অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী জানান, ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলাগুলোর বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক ১০ম বা তদনিম্ন গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভাগীয় মামলাগুলো প্রক্রিয়া করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই।	বিভাগীয় মামলা পাওয়া গেলে বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ০৯টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৪টি। মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান নভেম্বর'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। ডিসেম্বর'২২ মাসে ৭টি মামলা রুজু এবং ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৬টি।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.	**<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>** **জানুয়ারি'২৩ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	ডিসেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জানুয়ারি'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৯১৩	০৯	৩৯২২	০	০	০	৩৯২২
বিআরটিএ	২৯৫	১	২৯৬	১	১	০	২৯৫
বিআরটিসি	৯৪	২	৯৬	০	০	০	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪৩০৬	১২	৪৩১৮	১	১	১	৪৩১৭

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	(ক) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের আইনি কোনো সুযোগ না থাকার বিষয়ে সচিব মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	
	(খ) সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে ১৬.০১.২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ সপ্তাহের মধ্যেই তথ্যাদি পাওয়া যাবে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, (মুন্সিগঞ্জ/ শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
	(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগের বাকেয়া দাবি সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে Power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে দায়েরের জন্য এজাহার দিলে দোহার থানা ও মুন্সিগঞ্জ থানা মামলা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবি সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে Power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করতে হবে।	
	(ঘ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ১(এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলা শুনানীতে অংশ নেয়ার জন্য গত ০১.০২.২০২৩ তারিখে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি শুনানীতে অংশ নিতে সম্মত হয়েছেন।	(ঘ) ১ (এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলার শুনানীতে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	
	(ঙ) উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, বকেয়া মামলার বিপরীতে অর্থ পরিশোধের লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। ইতোপূর্বে এ ধরণের ১৮টি বকেয়া দাবির প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। নতুন করে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রয়েছে। জুন মাসের মধ্যে খরচ করা না গেলে অর্থ ফেরত যাবে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, সকল সড়ক বিভাগে বকেয়া সংক্রান্ত মামলা নেই। ৫/৭ টি সড়ক বিভাগে বেশ কিছু মামলা রয়েছে। প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণকসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীদের অনুরোধ করা হয়েছে। সড়ক বিভাগ হতে বকেয়া সংক্রান্ত মামলা সংগ্রহপূর্বক পরিশোধযোগ্য কিনা তা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	(ঙ) সড়ক বিভাগ হতে বকেয়া সংক্রান্ত মামলার তালিকা সংগ্রহপূর্বক পরিশোধযোগ্য কিনা তা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ০৯টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৯২২টি। মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১.০২.২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জহুরুল ইসলাম এর চেম্বারে বিভিন্ন মামলা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অন্যান্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ১৯.০২.২০২৩ তারিখ পটুয়াখালী সড়ক বিভাগ, ০২.০২.২০২৩ তারিখ গাজীপুর সড়ক বিভাগে সভা করা হয়েছে। আগামী ০৭.০২.২০২৩ তারিখ যশোর সড়ক বিভাগে সভা করা হবে।	(ক) (১) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ দেয়া হলে তা অনুকূলে না হলে তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়ের করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, সঠিক সময়ে মামলার জবাব প্রেরণ, তদবির এবং আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২ মাস অন্তর পর্যালোচনা সভা করার জন্য সভায়	(খ) গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ দেয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়ের করতে হবে এবং সঠিক সময়ে	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/প্রধান বৃক্ষপালণবিদ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলার জবাব প্রেরণ, তদবির এবং আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ)(২) গুরুত্বপুর্ণ মামলা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২ মাস অন্তর পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	
	(গ) যশোর সড়কের পার্শ্বে গাছ অপসারণের বিষয়ে পরিবেশবাদীদের করা রীটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আদালতে দাখিলসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর সাথে গত ০১.০২.২০২৩ তারিখে বৈঠক করা হয়েছে। (ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য পরাশর্ম প্রদান করেন।	(গ) রীটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী আদালতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জানুয়ারি'২৩ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে বিআরটিএ'র অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯৫টি। মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দুইজন আইন উপদেষ্টাকে মামলাগুলো দেয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন/ বিআরটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জানুয়ারি'২৩ মাসে ০২টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৬টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। শুনানির জন্য অপেক্ষামান।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন	ব্রডশিট জবাব
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত				
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১	০
সওজ অধিদপ্তর	৭২০৯	১১৪১	৫৪৫৮	৬১০	-	৭২০৯	৭	৭২০২	৩৭
বিআরটিসি	১২০১	১৬৬	৯৪৪	৯১	-	১২০১	-	১২০১	০
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪	০
ডিটিসিএ	৯	১	৮	-	-	৯	-	০৯	০
ডিএমটিসিএল	২০	৪	১৬	-	-	২০	-	২০	০
মোট	৮৮০৪	১৪৪৮	৬৬৫৪	৭০২	০	৮৮০৪	৭	৮৭৯৭	৩৭

উপসচিব (অডিট) জানান, ডিসেম্বর'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৮০৪টি। জানুয়ারি'২৩ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৭৯৭টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) জানুয়ারি'২৩ মাসে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের মৌখিক অনুরোধে আর কোন সভা আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। চলতি মাসে আরও তিনটি সভা (সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট ও বিআরটিএ) আয়োজনের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও সম্ভবপর হবে না। পিএ কমিটির সভা থাকায় পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান না করার জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ করেছেন। ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করার জন্য দপ্তর/সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে আগামী ২৭.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পিএ কমিটির সভার সকল প্রস্তুতি এবং এজেন্ডাভিত্তিক জবাব, তথ্য ও প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে। অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রাপ্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) আগামী ২৭.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পিএ কমিটির সভার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ এবং	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	
	(খ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রীম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির মিটিং রেকর্ড নোটে স্বাক্ষর না করার কারণগুলো ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ পর্যালোচনা সভা আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	(খ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত এবং এ বিষয়ে ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ পর্যালোচনা সভা দ্রুত আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
	(গ) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), ডিএমটিসিএল জানান, ডিএমটিসিএল এর ২০টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তন্মধ্যে ১৫টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (অডিট) জানান, ডিএমটিসিএল হতে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। আগামী মাসের ১ম সপ্তাহে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করা হবে।	(গ) ডিএমটিসিএল এর ২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ১৫টি অগ্রিম আডিট আপত্তির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য ফাপাডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/উপসচিব (অডিট)
	(ঘ) অডিট ক্যাডার হতে সদ্য উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের)		২৯	১	৩০	০৪	২৬	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৩	০৩	১৬	০৩	১৩	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১১	১১	১১	-	
বিআরটিসি		২৪০	১৪	২৫৪	৩৬	২১৮	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮২	২৯	৩১১	৫৪	২৩৭	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ২৯ পেনশন কেইসের মধ্যে জানুয়ারি'২৩ মাসে ০৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। বিবেচ্যমাসে ১টি পেনশন কেইসযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস ২৬টি। এই ২৬টি পেনশন কেইস অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় পেন্ডিং রয়েছে। উপসচিব (অডিট শাখা) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী মাসের ২য় সপ্তাহে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে। (২) স্থগিত থাকা ০৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদন পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের এ সংক্রান্ত কমিটির সভা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	(১) (ক) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন প্রদানের নিমিত্ত অনাপত্তি পত্রের জন্য পুনরায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ উপসচিব (অডিট)
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে জানুয়ারি'২৩ মাসে ০৩টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি এবং নতুন ৩টি পেনশন কেইসের আবেদন পাওয়ায় অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৩টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ১১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুত করা এবং পেনশনে গমনকারীগণ তাদের নিজ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে দাখিল করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জানুয়ারি ২০২৩ মাসে ৩,০৬,৬৭,৩১৮/- (তিন কোটি ছয় লক্ষ তিনশত আঠার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রাখতে হবে।	
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা পেনশনে যাবার পূর্বেই কাগজপত্র প্রস্তুত করে থাকেন। তাই আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** **ক. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি) জানান, খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২-এ অর্থের সংশ্লেষ থাকায় মতামতের জন্য ০৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক একটি সভা আহবানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই মতামত পাওয়া যাবে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মতামত আনতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি)/ উপসচিব (ঢাকা বিআরটি)
	খ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২ এর খসড়া আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭.০১.২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় বিধিমালার ২৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৩টি অনুচ্ছেদেরে উপর আলোচনা/পর্যালোচনাক্রমে সংশোধন করা হয়। বাকী অনুচ্ছেদের উপর আগামী ২৮.০২.২০২৩ তারিখে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবান করা হয়েছে।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়ার প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	গ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, টোল নীতিমালা ২০১৪-হালনাগাদ করার জন্য গত ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দেশনাসমূহ খসড়া নীতিমালায় সংযোজনপূর্বক ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। যা এখনও পাওয়া যায়নি। নির্দেশনা সম্বলিত খসড়া নীতিমালা প্রাপ্তির পর পুনরায় সভা করা হবে। বিদ্যমান টোল আদায় পদ্ধতিতে টোল অপারেটর নিয়োগ ও ইজারাদার নিয়োগে কিছু গ্যাপ এবং ভুল রয়েছে। তাই দ্রুত টোল নীতিমালা হালনাগাদ করার জন্য গঠিত কমিটিকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া, সওজ অধিদপ্তরের নিজ তত্ত্বাবধানে টোল আদায় করতে গিয়ে টোল অপারেটরদের কাছে জিম্মি হতে হয় এবং কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় হয়না। তাই ইজারাদার কর্তৃক টোল আদায়ের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) গঠিত কমিটিকে টোল নীতিমালা-২০১৪ হালনাগাদ করার কার্যক্রম দ্রুত করতে হবে। (২) সকল টোল প্লাজায় ইজারাদার কর্তৃক টোল আদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সভায় আহবান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ সি. স. সচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর স্টেকহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	ঙ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, স্টেকহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া আগামী ২০.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	চ. অকেজো যানবাহন ব্যবস্থাপনা/যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২২: বিআরটিএ শাখা হতে জানানো হয়েছে, গত ০৪.০১.২০২৩ তারিখ এ বিভাগের যুগ্মসচিব (এমআরটি)কে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ০৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটিতে ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যাবধি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কমিটির আহবায়ক জানান, ডিটিসিএ ও বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত খসড়া গাইডলাইন পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শীঘ্রই মতামত প্রদান করা হবে। সওজ অধিদপ্তরের যান্ত্রিক উইং এর ১ জন প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।।	সওজ অধিদপ্তরের যান্ত্রিক উইং এর ১ জন প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করে খসড়া গাইডলাইন পর্যালোচনা করে আগামী ২৬.০২.২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়
	ছ. ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদকরণ: বর্তমান চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সওজ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমি লিজ প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	জ. সিপিটিইউ কর্তৃক প্রণীত Assets Disposal Policy এর ওপর মতামত: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন যে, Assets Disposal Policy এর খসড়ার ওপর দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মতামত সমন্বিত করে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে CPTU তে প্রেরণ করা হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রদান/যুগ্মসচিব (আইন)
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, প্রণীত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরণ সংশ্লেষে গাইডলাইনটি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপ-এর মতামত প্রদানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) ও জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপ প্রধানকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট) জানান, গত ০৬/০২/২০২৩ তারিখে সভা করা হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। (খ) এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের জন্য প্রস্তুতকৃত গাইডলাইনে মহাসড়কের পার্শ্বে তাল, খেজুর ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানোর ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (গ) সওজ এর পতিত জমি সবজি ও ফল চাষের আওতায় আনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিষয়টি গাইড লাইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) থিমেটিক গ্রুপের প্রতিবেদনের আলোকে ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন চূড়ান্ত হলে সে অনুযায়ী মহাসড়কের পার্শ্বে তাল, খেজুর ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) সওজ এর পতিত জমি সবজি ও ফল চাষের আওতায় আনার বিষয়টি গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** (ক) সকল সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের তথ্য ছক মোতাবেক প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, ভূমি নামজারি করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে সেগুেলোর বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবনার আলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এস্টেট শাখা হতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৪ শতাংশ জায়গার বিপরীতে জনৈক গোলাম ফারুকের নামে ব্যাংক লোন এবং মালিকানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাগজ সংগ্রহ করার জন্য রাজউকের সাথে ফোনে আলাপ হয়েছে এবং এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৬/২২নং মিস কেইস চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান উক্ত জায়গায় সওজ অধিদপ্তরের মালিকা সম্বলিত সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। উক্ত জায়গায় নির্মিত স্থাপনা সরিয়ে নিতে অথবা ভাড়া সওজ অধিদপ্তরের অনুকূলে পরিশোধের জন্য স্থাপনার মালিকদের অবহিত করার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) সকল সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এর তথ্য ছক মোতাবেক প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ভূমি নামজারি করার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রাপ্ত প্রস্তাবনার আলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) (১) ২৪ শতাংশ জায়গা জনৈক গোলাম ফারুকের নয় মর্মে এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে। (গ) (২) উক্ত জায়গায় নির্মিত স্থাপনা সরিয়ে নিতে অথবা ভাড়া সওজ অধিদপ্তরের অনুকূলে পরিশোধের জন্য স্থাপনার মালিকদের অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, গত ১০.০১.২০২৩ তারিখ সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে ৪৪তম কিলোমিটারে দামোদরতরী নামক স্থানে সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি কাঁচা দোকান এবং ১১ (এগার)টি	বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিলবোর্ড সহ মোট ৫৩ (তিপ্পান্ন)টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০১ একর ভূমি দখল মুক্ত হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ০১ কোটি টাকা (কম বা বেশি)। (খ) জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান, গত ২৫.০১.২০২৩ তারিখ খুলনা সড়ক বিভাগাধীন দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ যশোর-খুলনা-মংলা (দ্বিগরাজ) (এন-৭) জাতীয় মহাসড়কের (ডাকবাংলো মোড় হতে আফিলগেট পর্যন্ত) মহাসড়কের দু'পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ৬৫ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এছাড়াও, সড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে রাখা সাইনবোর্ড ইট বালু পাথর ও গাছের গুঁড়ি অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.৩০ একর জমি উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৫ (পনের) কোটি টাকা। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	পুলিশকে অবহিত করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	(সকল)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমানা পিলার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সীমান পিলার স্থাপনের মাসভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক মোতাবেক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমানা নির্ধারণপূর্বক পিলার স্থাপন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সীমান পিলার স্থাপনের মাসভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পুর্বাচলে জায়গা বুঝে পাওয়া সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান বিআরটিএ জানান, (ক) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল প্রস্তুতের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ জানান, উক্ত ভবন নির্মাণকাজে দরপত্র দলিল প্রস্তুত রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্রে অনাবাসিক ভবন খাতে (কোড নং-৪০০০২০১) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে নতুনভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না সংক্রান্ত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার পরেই দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে। (খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত প্লটটি দখল হস্তান্তরের জন্য "চূড়ান্ত জরিপ পত্র" এর আবেদন ফরম পূরণ করে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর ০৬-১২-২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজউক এর উপপরিচালক (এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩) জনাব হাবিবুর রহমান এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, অতি দ্রুত উক্ত প্লটের দখল হস্তান্তর করা হবে।	(ক) বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দ্রুত দখলে নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (বিআরটিএ)
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জানুয়ারি'২৩ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগে অবৈধভাবে স্থাপিত ২২৯২টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ডের মধ্যে অবৈধ ১৭১টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অব্যাহত আছে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি/২০২৩ মাসে ০৫টি অভিযানে ০৭টি মামলায় ১৬,০০০/-(ষোল হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ৭২২টি মামলার মাধ্যমে ২৪,১০,৩০০ (চব্বিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৫(পনের)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০২(দুই) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) বিআরটিএতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নিমিত্ত ১১জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য ০৬/১১/২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ০৪ জন পদায়ন করা হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার/উপসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	(গ) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক আটক করা যানবাহন ডাম্পিং এ প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর হতে একটি রেকার সংগ্রহের জন্য গত ০৮.০১.২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ এবং টেলিফোনে আলাপ করা হয়েছে। শীঘ্রই সওজ অধিদপ্তর হতে একটি রেকার পাওয়া যাবে।	(গ) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক আটক করা যানবাহন ডাম্পিং এ প্রেরণের জন্য দ্রুত সওজ অধিদপ্তর হতে একটি রেকার সংগ্রহ করতে হবে।	
	(ঘ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি/২০২৩ মাসে ২,৬১৬টি মামলায় ৩৮,১৯,৪২৪ টাকা জরিমানা আদায়সহ ০২ জনকে কারাদন্ড ও ১৫টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঘ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঙ) মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। গত জানুয়ারি/২০২৩ মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৯৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এর সভা আয়োজনের জন্য গত ০১.০৯.২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জুলাই ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৭টি জেলা সার্কেল হতে আরটিসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।	(ঙ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং সড়কে দুর্ঘটনা রোধ ও শৃঙ্খলা আনয়নে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভা (পূর্বের আরটিসি) নিয়মিত আহবান করতে হবে।	
	(চ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি/২০২৩ মাসে ০১টি অভিযানে ৩০টি মামলায় ১,১৬,৩০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(চ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৩৬টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ০১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস ০৬টি রুটে চালু রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার অব্যাহত আছে।	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক মডিউল তৈরীর কাজ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যেই যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।	
	(গ) BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইন্ড ফরমে একবার আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীগণের ভিজিট কমানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহনের পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ডেটা এনরোলমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার আওতায় লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গত ১৬.১১.২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে আবেদনকারীগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রদান করে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন	(গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করেছেন। এরপর ঐদিনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অনলাইনেই payment করে মূল DL এর আবেদন সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়াও, নতুন এ পদ্ধতিতে ডাকযোগে DL প্রেরণ করা হচ্ছে। (ঘ) উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা জানান, গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সোনারগাঁও রয়েল রিসোর্টে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ৪টি আইডিয়ার ধারণা প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে টীমের সদস্যগণ নতুন আইডিয়া সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করবেন।	(ঘ) ইনোভেশন আইডিয়া গুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ জানান, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি ফলোআপ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার জন্য এপিএ টীম লিডার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি ফলোআপ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য আইসিটি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। আইসিটি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. সড়ক নিরাপত্তা (Road Safety) সংক্রান্ত তথ্য:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান (বিআরটিএ), সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারি আহত/নিহতের সঠিক সংখ্যা মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিআরটিএ'র সমন্বয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জানুয়ারী, ২০২৩ মাসে ৩২২টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ৩৩৬ জন আহত ও ৩৩৩ জন নিহত হয়েছে। রোড সেফটি বিষয়ে বিআরটিকে গভীরভাবে কাজ করার জন্য সভায় চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহত এবং হাসপাতালে ভর্তির তথ্য ছকে প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ'র মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সংগ্রহ করে ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	খ. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, এসডিজি বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৬.০১.২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়েছে। কার্যবিবরণী অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(ক) দপ্তর/সংস্থার এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান জনাব মো: জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাবলী
	গ. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কি অর্জিত হয়েছে কি হয়নি সেগুলো ফলোআপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভাপতি সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানান। অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ৩ মাস অন্তর সভা আহবানের জন্য এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) নির্বাচনী ইশতেহারের দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। (খ) নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে ৩ মাস অন্তর পর্যালোচনা সভা	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/ জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নির্বাচনী

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়
	ঘ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে (১) লালনশাহ সেতু ও (২) হাটিকামরুল-বনপাড়া সড়কের টোল আদায় এর আইটি অডিট বিসিসির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। চরসিন্দুর সেতু ও ঘোড়াশাল সেতু দুইটির আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য বিসিসিকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিসিসি এবং নরসিংদী এর মধ্যে আগামী ২০.০২.২০২৩ তারিখের মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিসিসির কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া ২টি আইটি অডিটের প্রতিবেদনের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, গত ০২.০১.২০২৩ তারিখ আইটি অডিট প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে চরসিন্দুর সেতু ও নরসিংদী টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করতে হবে। (১) (ক) বিসিসি কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া ২টি আইটি অডিটের প্রতিবেদনের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করতে হবে। (২) প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঙ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- মেঘনা ও গোমতী সেতুতে সফলভাবে পাইলটিং সম্পন্ন হওয়ার পর BCC থেকে ফাইনালী সফটওয়্যারটি কোয়ালিটি টেস্টসহ ম্যানুয়ালসমূহ বুঝে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর দপ্তর হতে ১৫.০১.২০২৩ তারিখে Unified Toll Collection and Management System সফটওয়্যারটির SQ টেস্ট সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। Unified Toll কালেকশনের জন্য সড়ক ভবনস্থ সেন্ট্রাল সার্ভারসহ লোকাল ইনফাস্ট্রাকচার ও লেনসমূহের তালিকা তৈরী করে অনুমোদনক্রমে ইতোমধ্যে ঢাকা জোন, গোপালগঞ্জ জোন, সড়ক সার্কেল ও পাবনা সড়ক সার্কেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে তালিকা অনুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে অনলাইনে সিএমএস চালু করা হয়েছে। এখন থেকে মাঠপর্যায়ের সকল রিয়েল টাইম তথ্য প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসে দেখা যাবে। শুধু মাত্র প্রাথমিক কিছু তথ্য যেমন: সড়ক ভবনের প্রতিষ্ঠাকাল, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ প্রথমে একবার এন্ট্রি দিতে হবে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, প্রশাসন শাখার ২১ জুন ২০২২ তারিখের পত্র মোতাবেক টেকনোভিসতা লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। অ্যাপসটি বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী। অ্যাপসটির ব্যবহারের লিংক https://cmsappweb.rhd.gov.bd:894/। অ্যাপসটির ওপর ইতোমধ্যে সওজ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩২ জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে জুম প্ল্যাট ফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম জোন ও ঢাকা জোনকে পত্র দেয়া হয়েছে।	প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসটির কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের অবহিত ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সাইকা সারকিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	ছ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ কার্যালয় নগর ভবন হতে ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ "ডিটিসিএ হেডকোয়ার্টার্স কমপ্লেক্স", লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ এ স্থানান্তর করা হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	জ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ৫টি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে জানুয়ারি'২৩ মাসে ১৬১ মামলা দায়ের এবং ৭,১২,২০০ (সাত লক্ষ বার হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মোটরসাইকেল বিক্রি ও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রতিমাসে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৫টি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইলকোর্ট পরিচালনার তথ্য প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ঝ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি জানান, প্রস্তাবিত বিআরটি বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৫/২২নং মিস কেইস রুজু করা হয়েছে এবং এসিল্যান্ড অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়,

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			সওজ
	ঞ. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: (১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি/নোটিশ এবং টেলিভিশন স্ক্রলে খবর প্রদান করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, গাড়ির ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। (২)চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ ও বিএমটিএফ লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আরএফআইডি ট্যাগের পৃথক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত আরএফআইডি ট্যাগের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণের নিমিত্ত প্রস্তাবনা বিআরটিএ থেকে গত ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবনা অনুমোদিত হলে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য প্রস্তাবনা বিআরটিএ থেকে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য, মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের সময় মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের সময় মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বরপ্লেট এবং আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন নিশ্চিত হয়ে ফিটনেস নবায়ন করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য একাধিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি/নোটিশ এবং টেলিভিশন স্ক্রলে খবর প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গাড়ির ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) আরএফআইডি ট্যাগের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিআরটিএ'র প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ট. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন চলমান আছে। প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে ডিটিসিএ'র সবগুলো প্রকল্পের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবানের জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)কে অনুরোধ করেন।	প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে ডিটিসিএর'র সবগুলো প্রকল্পের ওপর সভা করতে করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	ঠ. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি এবং সম্প্রতি গৃহীত ১টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিটি শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভিটি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ড. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৫১টি পদের মধ্যে ৬৭টি (১ম শ্রেণির ২৫টি, ২য় শ্রেণির ১২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি) শূন্যপদ রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৫টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ১৫ জন কর্মকর্তা প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণায়কে অনুরোধ করা হলে উপপরিচালক পদে ১ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। অন্যান্য শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২০৮০টি পদ শূন্য রয়েছে। সম্প্রতি ৯৭ জন চালককে নিয়োগাদেশ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৯৩ জন যোগদান করেছেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৮৯ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ২৬৭ জন অপারেটর (চালক-সি) পদ হতে অপারেটর (চালক-বি) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। **বিআরটিএ:** ৯৩১টি পদের মধ্যে ২১৮টি পদ শূন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির ২০টি ও ২য় শ্রেণির ৩০টি পদ পুরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭২৩ পদ শূন্য রয়েছে। ৭১ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) পদে নিয়োগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়
	৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ঢ. **মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা** এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি এবং মন্ত্রণালয়ের ১টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	প্রকল্পটি এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান-** চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি রেট শিডিউল-২০২২ অনুযায়ী পুনর্গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এর সুফলের বিষয়টি জনসাধারণকে অবহিত অব্যাহত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫(পনের)টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩০,৭৭৫(ত্রিশ হাজার সাতশত পচাত্তর)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।		
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর স্টেকহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	বিবিধ নির্দেশনা: **সওজ অধিদপ্তর** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (ছ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (জ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে এ্যাটগ্রেড হবে নাকি এলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঝ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ ১৬ ইসিবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক ত্বরান্বিত করা হবে। (ঙ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। (চ) নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। (ছ) ১১তম চীন মৈত্রী সেতুর আওতায় খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তীতে অন্য কোন দাতা সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) ERD এর মাধ্যমে Korean Exim Bank (KEB) এর নিকট এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। Korean Exim Bank (KEB) থেকে এখনও সম্মতি পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লনে নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। (ঞ) মনিটরিং টীম প্রধানদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	ক-ঝ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	• ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: • ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইনড ফরমে একবার আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (BSP) চালু হয়েছে। • উক্ত অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালুর ফলে আবেদনকারীকে অন্ততঃ ৪ (চার) বারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ০১ (এক) বার বিআরটিএ'র পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে বায়োএনরোলমেন্ট প্রদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। • এর ফলে আবেদনকারী প্রথমে অনলাইন ভেরিফিকেশন বেজড QR কোড সম্বলিত লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন। • পরবর্তীতে পরীক্ষায় পাশ করার পর অনলাইনেই ফি প্রদানসহ আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেমে মূল ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ৪,৭৯,৫৩০টি এবং স্টিকার/পোস্টার ২,১৫,৬৯৩টি বিতরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ'র পাশাপাশি সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ৪৯,৫১৩জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের, জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেজন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দূর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শোনা ইত্যাদি বন্ধ করা, ওভারস্পীডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প দূরত্বের জন্য বাস, মিনিবাস ও ট্রাক সার্ভিস চালু করা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বে বাস মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জানুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ৮,১৫৭টি মামলার মাধ্যমে ২,৬৮,২৮,৯২৪.০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ৮২জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৮১টি যানবাহনকে ডাম্পিং	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪(চার) লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট, ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিতকরণের নিমিত্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মতিঝিল থানাধীন মতিঝিল ও পশ্চিম রাজারবাগ মৌজার গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০.৫৩০৫০ একর ভূমি জনস্বার্থে ব্যবহারের অনুমতি গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পাওয়া গেছে। মিরপুর ১১ মেট্রোরেল স্টেশনে যাত্রীদের লিফট, এস্কেলেটর, সিঁড়িতে, নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দে উঠানামা এবং পথচারীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধার্থে স্ট্যান্ডার্ড ফুটপাত নির্মাণের জন্য উত্তর সেনপাড়া পর্বতা মৌজার ০.০৪১২৭ একর ভূমি, আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশনে Standard ফুটপাত ও Station প্লাজা নির্মাণের নিমিত্ত ২.৯৯৬ একর ভূমি, ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশনে Station প্লাজা নির্মাণের নিমিত্ত ৩.২১২ একর ভূমি এবং বিজয় সরণী মেট্রোরেল স্টেশনে Standard ফুটপাত নির্মাণের জন্য ০.২১৪৫ একর ভূমি জনস্বার্থে ডিএমটিসিএল-এর অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১. মেট্রো রুট-৬ এর নির্ধারিত কাজ বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণসহ যাবতীয় কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মাণকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানি জমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে ট্রাফিক পুলিশের সাথে সমন্বয় করে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে যানজট নিরসনে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিআরটি প্রকল্পের পরামর্শকদের পক্ষ হতে দক্ষ জনবল নিয়োজিত রয়েছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত

১১.০১.২০২৩

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৯৫

তারিখঃ ১৬ ফাল্গুন ১৪২৯
০১ মার্চ ২০২৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

০১/৩/২০২৩

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd